ভোরের কাগজ

তারিখ ... 12 APR 1998 ... ...
পৃষ্ঠা ... ৬ ... কলাম ... ৭ ...

গোপালগঞ্জে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রক্ষা করুন

'জলির পাড়' গোপালগঞ্জের একটি বিখ্যাত গ্রাম। বরেণ্য ব্যক্তিবর্গ এ গ্রামের ওপর দিয়ে জাতির জনকের মাজার জিয়ারত করতে টুঙ্গীপাড়া যান। জাতির জনক এ গ্রামে অনেকবার এসেছিলেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এ গ্রামে অনেকবার এসেছেন এবং প্রায়ই তিনি এ গ্রামের ওপর দিয়েই টুঙ্গীপাড়ায় যাতায়াত করেন। তাই মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে সবিনয় অনুরোধ এই গ্রামটির প্রতি একটু দৃষ্টিপাত করবেন। এখানে রয়েছে প্রায় ত্রিশ দশকের একটি পুরাতন হাইস্কুল যার নাম জেকেএমবি মল্লিক উচ্চ বিদ্যালয়। স্কুলটিতে প্রায় ১২০০ ছাত্রছাত্রী রয়েছে। অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় দুর্নীতির কারণে বর্তমানে স্কুলটি ধ্বংসের সম্মুখীন। বিগত সরকারের আমল থেকে স্কুলটিতে ধ্বংসের চক্রান্ত শুরু হয়। শিক্ষক নিয়োগের ব্যাপারে এখানে রয়েছে চরম দুর্নীতি। মেধাবী যোগ্যতাসম্পন্ন কোনো ব্যক্তিকে এখানে নিয়োগ দেওয়া হয় না। হেড মাস্টার ও ম্যানেজিং কমিটির চেয়ারম্যানকে যিনি মোটা অঙ্কের উপরি দিতে পারবেন তিনিই এখানে শিক্ষকতা করার সুযোগ পাচ্ছেন। মাস্টার্সসহ বিএড পাস অনেক প্রার্থীকে এখানে অযোগ্য প্রমাণিত করা হয়েছে। অথচ যাদের নিয়োগের ব্যবস্থা করা হয়েছে তাদের মধ্যে অনেকেই শুধু স্নাতক পাস এবং স্নাতকে কম্পার্টমেন্টাল পাস। অনেক ভালো রেজাল্টসম্পন্ন মেধাবী ছেলেমেয়েরা ইন্টারভিউ দিতে এসে হতবাক হয়ে ফিরে গেছেন এবং এই দুর্নীতির প্রতিবাদ জানিয়েছেন। বর্তমানে দুর্নীতির কারণে স্কুলের লেখাপড়ার পরিবেশ চরমভাবে ভেঙে পড়েছে। স্কুলটিতে গত কয়েক বছর যাবৎ সন্তোষজনক রেজাল্ট না হওয়াতে ছাত্রছাত্রীদের মনে চরম হতাশা নেমে এসেছে। ছাত্রছাত্রীরা আশানুরূপ শিক্ষা না পেয়ে অনেকেই স্কুল ছেড়ে চলে যাচ্ছে।

স্কুলে এসএসসি পরীক্ষার সেন্টার হবে এ কথা বলে পরীক্ষার্থীদের কাছ থেকে এ বছর ফরম ফিলাপের সময় ২০০ টাকা করে বেশি নেওয়া হয়েছে। কিন্তু সেন্টার হয়নি। কর্তৃপক্ষ জানায় স্কুল ফান্ডে টাকা নেই, তাই অতিরিক্ত ২০০ টাকা ফেরত হবে না। অথচ গ্রামে গরিব অসহায় ছাত্রছাত্রী জমি বন্ধক রেখে, সুদে টাকা এনে ফরম ফিলাপ করেছে। তাই তারা কি তাদের ন্যায্য পাওনা ফেরত পেতে পারে না? মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে এ প্রশ্ন রইলো।

ছাত্রীদের বৃত্তির টাকা নিয়ে চলছে বিভিন্ন টালবাহনা। সময়মতো তারা টাকা পাচ্ছে না। বৃত্তির টাকা বন্ধ হয়ে যাবে এ কথা অনেকবার জানিয়েছে। কিন্তু সত্যিই কি ছাত্রীদের বৃত্তির টাকা বন্ধ হয়ে যাবে?

অতএব গণতন্ত্রের মানসকন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মহোদয়ের কাছে বিনীত অনুরোধ স্কুলটিতে সকল অবৈধ নিয়োগ বন্ধ করুন। মেধা ভিত্তিক শিক্ষক নিয়োগ করুন, যাতে ছাত্রছাত্রীরা প্রকৃত শিক্ষা লাভ করতে পারে। স্কুলের ম্যানেজিং কমিটি বিলুপ্ত ঘোষণা করুন, যাতে এলাকার সাধারণ মানুষ তাদের ছেলেমেয়েদের সুশিক্ষায় সমৃদ্ধশালী করতে পারে।

দেবাশীষ, মামুন, শিল্পী
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।